ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR 17 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের হালচাল-১

অনিয়ম আর অপচয়ে সরকারের ক্ষতি ১৬ শতাধিক কোটি টাকা

শাখাওয়াত লিটন : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরের অধীনে গৃহীত প্রকল্পগুলোর কাজে কোনো অগ্রগতি নেই। এসব প্রকল্পে সরকারের কোটি কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। কিছু কিছু প্রকল্পের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও বাস্তব অগ্রগতি ১০ থেকে ২০ ভাগ। গত কয়েক বছরে শিক্ষা উন্নয়নমূলক এ প্রকল্পগুলোতে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ১৬ শতাধিক কোটি টাকা। এর মধ্যে অধিকাংশই ব্যয় হয়েছে দুর্নীতি, অনিয়ম আর অপচয় খাতে।

জাতীয় সংসদের অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির অনুসন্ধানে এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ধরা পড়েছে। উথাপিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিতে শুরু করেছে। আগামী বৈঠকে (৩০ এপ্রিল) এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হবে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের অধীনে ৮৫টি প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গৃহীত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয়

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম অপচয়

● প্রথম পাতার পর

ধরা হয় ৮ হাজার ২৫৫ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪ হাজার ১৯০ কোটি ১৬ লাখ টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের অর্ধেক ব্যয় হলেও প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। কোনো কোনো প্রকল্পের সম্পূর্ণ অর্থ খরচ হয়ে গেলেও এর ফলাফল শূন্য।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ১৯৯১ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত ১৭টি প্রকল্প গ্রহণ করে। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৩ হাজার ৭৬৭ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। এ পর্যন্ত ১ হাজার ৫৯৮ কোটি ৩৯ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রকল্পেরই বাস্তব অগ্রগতি শতকরা ২০ ভাগের বেশি নয়। এসব প্রকল্পে ৯৩৭ কোটি ৯ লাখ টাকা অপচয় হয়েছে। এর মধ্যে ৩টি প্রকল্পের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা হলেও প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ১৯৯১ সাল থেকে চলতি অর্থবছর পর্যন্ত ৩০টি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৪ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ৮৮৯ কোটি টাকা। কয়েকটি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পথে। কিন্তু কাজের অগ্রগতি ২০-৩০ ভাগের বেশি নয়। এতে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ২১৪ কোটি ৯৫ লাখ টাকা।

নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার লক্ষ্যে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ১৯৯৫ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত ৪টি প্রকল্প গ্রহণ করে। এগুলো বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১ হাজার ২৪১ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। ইতিমধ্যে ২৫৩ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সংসদীয় কমিটির মতে, এতে নিরক্ষর জনগণের কোনো উপকার হয়নি। প্রকৃতপক্ষে নিরক্ষর জনগণের পরিবর্তে শিক্ষিতদের অক্ষরজ্ঞান দেওয়া হয়েছে। এতে ক্ষতি হয়েছে ১৪৮ কোটি ৯২ লাখ টাকা।

ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের অধীনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০২ সাল নাগাদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২ হাজার ১৩৬ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ১ হাজার ২৮২ কোটি টাকা। কিন্তু কোনো কোনো কাজের অগ্রগতি হতাশাজনক। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ এখনো সমাপ্ত হয়নি। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়া অনেক ভবনের ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। কোনোটির মেঝেতে ফাটল ধরেছে। কোনোটির দেওয়াল ধসে গেছে। এতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৫৬ কোটি টাকা। তবে এর পরিমাণ আরো বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান এখনো অব্যাহত রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ১৯৯৫ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত ১০টি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয় ৭৩৫ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। এ যাবৎ ব্যয় করা হয়েছে ১৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭০ কোটি টাকা অপচয় করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কমিটির অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। এর পরিমাণ আরো বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এছাড়া নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রী ও বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর ১৯৯৬ সালে সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পে বরাদ্দ রাখা হয় ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কাগজ ক্রয়ে ২০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে সংসদীয় কমিটির অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে।